

পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ষষ্ঠ অধ্যায় - ঈশ্বর ও নবীগণ বিষয়ক অশোভনীয়তা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৬. ১. ২৪. ঈশ্বর সর্বগ্রাসী আগুন ও ঈশ্বরের নাক থেকে ধোঁয়া

বাইবেলে ঈশ্বরকে সর্বগ্রাসী আগুন ও নাক দিয়ে ধোঁয়া উদগীরণকারী বলে চিত্রিত করা হয়েছে। “তাহার নাসারক্ত হইতে ধূম উদ্গত হইল, তাহার মুখনির্গত অগ্নি গ্রাস করিল; তদ্বারা অঙ্গার সকল প্রজ্বলিত হইল।” (২ শমুয়েল ২২/৯) কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: “তাহার নাক থেকে ধোঁয়া উপরে উঠল, তাহর মুখ থেকে ধ্বংসকারী আগুন বেরিয়ে আসল। তাহর মুখের আগুনে কয়লা জ্বলে উঠল।”

সুপ্রিয় পাঠক, আপনার মনের মধ্যে কেমন চিত্র ভেসে উঠছে? ভয়ঙ্কর কোনো আগ্নেয়গিরি? ভয়ঙ্কর ড্রাগন? অথবা একজন ধূমপায়ীর ধোঁয়া উদগীরণ? ঈশ্বরের ক্রোধ বুঝাতে এর চেয়ে পবিত্র ও শালীন কোনো ভাষা কি ঈশ্বরের জানা ছিল না?

বাইবেল এখানে বলছে যে, ঈশ্বর সর্বগ্রাসী আগুন উদগীরণ করেন। বাইবেলে অন্যত্র নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ঈশ্বর নিজেই একটা সর্বগ্রাসী আগুন (a consuming fire)। দ্বিতীয় বিবরণ ৪/২৪ বলছে: (For the LORD thy God is a consuming fire, even a jealous God) অর্থাৎ “তোমার প্রভু ঈশ্বর একটা গ্রাসকারী আগুন; উপরন্তু একজন ঈর্ষবান্ধিত ঈশ্বর।” কেরির অনুবাদ: “কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ”। দ্বিতীয় বিবরণ ৯/৩ একই কথা বলেছে।

ইব্রীয় ১২/২৯ KJV & RSV নিম্নরূপ: ‘For our God is a consuming fire’: “আমাদের ঈশ্বর একটি সর্বগ্রাসী আগুন।” কেরি: “কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ”। জুবিলী বাইবেল: “কেননা আমাদের ঈশ্বর সর্বগ্রাসী আগুনের মত।” কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: “আমাদের আল্লাহ ধ্বংসকারী আগুনের মত।”

এভাবে বাংলা অনুবাদে ‘মত’ বা ‘স্বরূপ’ শব্দ সংযোজন করে এ কথাটির অশোভনীয়তা হালকা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরূপ সংযোজন বাইবেল নিষিদ্ধ মহাপাপ (প্রকাশিত বাক্য ২২/১৮)। আর এতে পাঠকের লাভ হয়নি। কারণ ঈশ্বর ‘সর্বগ্রাসী আগুন’ হোন বা ‘সর্বগ্রাসী আগুনের মত’ হোন উভয় ক্ষেত্রেই কোনো মানুষ ঈশ্বরের প্রেম ও নৈকট্যের চেষ্টা করবেন না। ‘সর্বগ্রাসী আগুন’ অথবা ‘সর্বগ্রাসী আগুনের মত’ কোনো কিছুর খপ্পরে পড়া থেকে যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ দূরে থাকবেন।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14291>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন